প্রচার করতে না দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ দুর্গাপুর নগর নিগম নির্বাচনে পুলিশের বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি অভিযোগ উঠছে, তৃণমূলের হয়ে ভয় দেখানো আর হুমকি দেওয়ার। কার্যত বিরোধী দলের কর্মী-নেতারা শাসক দলের কর্মীদের নয় পুলিশকে ভয় পাচ্ছে বলেই, অভিযোগ তুলছেন বিরোধীরা। শাসকদল এবং পুলিশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস এবং প্রচার করতে না দেওয়ার অভিযোগ দায়ের করলেন রিটার্নিং অফিসারের কাছে, ৩৮ নং ওয়ার্ডের নির্দল প্রার্থী সুনিতা নন্দী। তিনি ৩৮ নং ওয়ার্ডের বিদায়ী তৃণমূল কাউন্সিলার অরবিন্দ নন্দীর স্ত্রী। বিদায়ী তৃণমূল কাউন্সিলার অরবিন্দ নন্দী টিকিট না পাওয়ায় নিজের স্ত্রীকে নিজের ওয়ার্ডে নির্দল প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করিয়ে দেন। তিনিই প্রথম বলেন, আসানসোলের নেতাদের পায়ের ফুটবল হবেন না। এরপর বিদায়ী তৃণমূল কাউন্সিলার অভিযোগ তোলেন, পুলিশ মিথ্যা অভিযোগ এনে মিথ্যা মামলায় ফাঁসাচ্ছে। তারপর থেকেই আর তাঁকে প্রকাশ্যে দেখা যায় নি। এমনকি তাঁর স্ত্রী এবং নির্দল ছয় অনুগামী প্রার্থীর প্রচার একপ্রকার বন্ধ হয়ে যায়। সোমবার রিটার্নিং অফিসারের কাছে লিখিতভাবে নির্দল প্রার্থী সুনিতা নন্দী অভিযোগ করেন তাঁর বাড়িতে পুলিশ গিয়ে হুমকি দিচ্ছে তাঁর স্বামী অরবিন্দ নন্দীকে পেলে দেখে নেওয়া হবে। সুনিতা দেবীর অভিযোগ, তৃণমূল থেকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে যাঁরা সুনিতা দেবীর হয়ে প্রচার করবে তাঁদের কাজ (বেসরকারি কারখানায় ঠিকা কর্মী) কেড়ে নেওয়া হবে। বিরোধীদের অভিযোগ, পুলিশ তৃণমূলের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে নির্দল মহিলা প্রার্থী সুনিতা নন্দী আদৌ কি প্রচারে নামতে পারবেন?

আরামবাগের কালিপুরে বন্যা দুর্গতদের আড়াই কুইন্টাল চাল ও বাচ্চাদের বিস্কুট বিতরণ করলেন সমাজসেবী রুমী খাতুন। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ দুর্গাপুর পৌরনিগমের বিজেপি প্রার্থী অমিতাভ ব্যানার্জীর সমর্থনে লাগানো ব্যানার ছেঁড়ার অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। জানা গিয়েছে, তিনি দুর্গাপুর পৌরনিগমের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী। ঐ ওয়ার্ডে শাসকদলের প্রার্থী প্রাক্তন মেয়র অপূর্ব মুখার্জীর স্ত্রী অনিন্দিতা মুখার্জী। এই ঘটনায় বিজেপি সোমবার নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করবে বলে জানা গিয়েছে।

বিগত বছরের বর্ষণে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির মালিক আজও আশ্রয়হীন

রামকমল রক্ষিত, ইন্দাস ঃ ইন্দাস ২নং (ঘোষবাগ) গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন কুমরুল গ্রামের সেখ মনোয়ারের বাড়িটি বিগত বছরের প্রবল বর্ষণে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। তিনি ৩১ আগস্ট ২০১৬ তারিখে ইন্দাস বিডিওকে একটি বাড়ীর জন্য আবেদন করেন। আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বিপিএল পরিবারভুক্ত ভূমিহীন দিনমজুর সেখ মনোয়ার এখন গ্রামবাসীদের দয়ায় গ্রামেরই বৈঠকখানায় বসবাস করছেন। তাঁর ২ মেয়ের মধ্যে ১ জন প্রাইমারীতে, একজন দশম শ্রেণিতে পড়ছে, স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর এখন দূর্বিষহ অবস্থা। গ্রামের মসজিদে মুয়াজ্জিনের (আযান) কাজ করে মাত্র মাসে এক হাজার টাকা পায়। মেয়েদের লেখাপড়া আর সংসার চালানো বড়ই দায়। বিষয়টি নিয়ে ইন্দাস বিডিও সুচেতনা দাসকে জানালে তিনি সত্বর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন।

বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ তারকেশ্বর মন্দিরে জল ঢেলে বাড়ি ফেরার পথে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১ জনের। রবিবার রাতে গাড়ি উল্টে এমনই ঘটনা ঘটেছে দুর্গাপুরের নিউটাউনশিপ থানা অন্তর্গত এমএএমসি কারখানা সংলগ্ন এলাকায় ২ নম্বর জাতীয় সড়কে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন ৮ জন। তাঁদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তারকেশ্বর মন্দিরে জল ঢেলে একটি গাড়িতে করে পূর্ণার্থীরা রবিবার রাতে বাড়ি ফিরছিলেন। সেইসময় এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

বিরোধীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ তৃণমূলের হয়ে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট বিরোধী কর্মী-সমর্থক এবং প্রার্থীদের হুমকি দিচ্ছে। থানায় ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রচারে যেতে মানা করা হচ্ছে। পুলিশ শাসকদলের হয়ে কাজ করছে। পুলিশ তৃণমূলের জার্সি পরে থানায় বসে থাকুক। তবে ১৩ আগস্ট একটা ভোটের দিন। ভোটের পরেও দুর্গাপুর থাকবে। দুর্গাপুরের মানুষ থাকবে। থানাও থাকবে। মানুষ বুঝে নেবে সব। এমনটাই হুঁশিয়ারি দিল সিপিএম রিটার্নিং অফিসার, দুর্গাপুর মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার পর। সোমবার সিপিএমের পক্ষ থেকে রিটার্নিং অফিসারের কাছে সিপিএম ডেপুটেশন দেয় তৃণমূল, সিপিএম সমর্থক এবং ভোটারদের থানায় ডেকে ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভয় দেখানোর প্রতিবাদে। ডেপুটেশনে আরও অভিযোগ তোলা হয়েছে, আগামী ৭ এবং ৮ আগস্ট থেকে দুর্গাপুরের বিভিন্ন হোটেল এবং লজগুলিতে বাইরের তৃণমূল নেতা-মন্ত্রী ও গুণ্ডারা থাকবেন। তার জন্য ইতিমধ্যেই বুকিং হয়ে গিয়েছে এই সব হোটেল-লজগুলি। সিপিএম পূর্ব জোনাল সম্পাদক পঙ্কজ রায় সরকার বলেন, সিপিএমের সমর্থক এবং ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গোয়েন্দাদের নামে পুলিশ বলছে তারা এখনো কেন লাল পার্টির সমর্থক। সিপিএমের প্রার্থীদের ডাকা না হলেও বিজেপি-কংগ্রেস এবং নির্দল প্রার্থীদের থানা থেকে বলা হচ্ছে প্রচারে নামার দরকার নাই চুপচাপ বসে থাকুন। দুর্গাপুরের সিপিএম সম্পাদক বলেন, দুর্গাপুরের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার ব্লু প্রিন্ট করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের একাংশ, পুলিশের একাংশ এবং তৃণমূল নেতারা মিলে তা যদি ১৩ তারিখে করে তবে দুর্গাপুরের অন্যরূপ দেখবে তৃণমূল। তৃণমূল জেলা শিল্পাঞ্চল সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় বলেন, ভয়ে সিপিএম এখন মিডিয়ায় টিআরপি বাড়াতে পাগলের প্রলাপ বকছে। যারা সন্ত্রাস করার বিশেষজ্ঞ, সেই সিপিএম এখন বুঝেছে তৃণমূল মানুষের ভোটে জিতে আসবে তাই মিথ্যা অভিযোগ তুলে তৃণমূলের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চক্রান্ত করছে সিপিএম, বলে মন্তব্য জেলা শিল্পাঞ্চল সভাপতির।

বন্যা দুর্গতদের পাশে আইএমএ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ আরামবাগ মহকুমার বন্যা দুর্গতদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের আরামবাগ শাখা। আরামবাগ শাখার মহাসচিব ডাঃ অশোক নন্দীর উদ্যোগে রবি ও সোমবার মহকুমার বেশ কয়েকটি অঞ্চলে বন্যাদুর্গত এলাকায় শিশুদের হাতে বেবীফুড তুলে দেওয়া হয়। রবিবার খানাকুলের চকের মোড় এলাকায় ১৫০ প্যাকেট বেবীফুড ও সোমবার মুথাডাঙ্গা, মলয়পুর ও পুড়শুড়া এলাকায় ২৫০ প্যাকেট বেবীফুড, বিস্কুট, পানীয় জল ও ঔষধ তুলে দেওয়া হয়। আইএমএ-এর পক্ষে এই ২ দিন উপস্থিত ছিলেন ডাঃ অশোক নন্দী সহ ডাঃ দীপঙ্কর কুণ্ডু, ডাঃ সঞ্জীব চ্যাটার্জী, ডাঃ আশীষ কুণ্ডু, ডাঃ কুন্দন কুণ্ডু, সুপ্রীয়া কুণ্ডু প্রমুখ। ডাঃ অশোক নন্দী বলেন, আমরা আমাদের সাধ্যমত বিভিন্ন জায়গায় শিশুদের হাতে বেবীফুড তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছি। এই কাজে স্থানীয়রাও সাহায্য করছেন। মঙ্গলবার অর্থাৎ আজ পর্যন্ত এই বেবীফুড বিতরণ চলবে বলে তিনি জানান। তিনি আরো বলেন, এরপর বিভিন্ন জায়গায় প্রতিদিন ১০টি করে মেডিক্যাল ক্যাম্প করার চিন্তাভাবনা রয়েছে। স্থানীয় বিডিও ও বিধায়কদের সঙ্গে আলোচনা করে সেই মেডিক্যাল ক্যাম্পগুলির স্থান নির্ধারণ করা হবে। তিনি আরো বলেন, আরামবাগের আইএমএ ভবনটি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের খাদ্য ও আশ্রয় প্রদানের জন্য উপলব্ধ করা হয়েছে। ঔষধ, শিশুখাদ্য, রান্না করা খাবার, পানীয় জল, ত্রিপল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করা হচ্ছে। এর ফলে বিভিন্ন মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। আইএমএ আরামবাগ শাখার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বন্যাদুর্গত মানুষেরাও।

স্কুলের উদ্যোগে দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ সিলামপুর গ্রামের বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন হয় ডিভিসি জল ছাড়ার পর। জলবন্দী পরিবারগুলির প্রায় ৭০টি পরিবারে দুগ্ধপোষ্য শিশু রয়েছে সত্তরের বেশী। গত তিনদিন ধরে এই শিশুগুলির খাবার নিয়ে চরম সমস্যায় পরেছিল অভিভাবকেরা। অভিযোগ, ব্লক প্রশাসন এই শিশুগুলির খাবারের জন্য কোন নজর দেয় নি। আমলাজোড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সভাপতি কুলদীপ সরকার এবং স্কুলের প্রধানশিক্ষক সন্দীপ চক্রবর্তীর নজরে আসে বিষয়টি। স্কুলের পক্ষ থেকে সত্তর প্যাকেট গুঁড়ো দুধ তুলে দেওয়া হয় ওই পরিবারগুলির হাতে। শিশুদের খাবার পেয়ে খুশী অভিভাবকেরা।

নালা সংস্কারের দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ আরামবাগ শহরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের নবপল্লীতে বর্ষার জল নালা উপচে বস্তিবাসীদের ঘরে ঘরে ভবিষ্যৎতে যাতে আর ঢুকতে না পারে তার দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁরা বলেন, প্রতি বছরই বর্ষায় বাড়ির ভিতর শোবার ঘরে নালা উপচে জল এক হাঁটু পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যায়। প্রতিবছরই বাধ্য হয়ে আমাদের থালা, বাসন, মগ দিয়ে ঘরের ভিতর থেকে জল বের করতে হয়। তাঁদের অভিযোগ, বস্তির পিছনে একটি বড়ো মাপের নালা রয়েছে। ঐ নালাটি দীর্ঘদিন যাবৎ সংস্কার করা হয়নি। ফলে নালাটি প্রায় মজে গিয়েছে। ঐ নালাটি বর্ষার জল পাশ হতে না পেরে বস্তির ঘরে ঘরে ঢুকছে। বিষয়টি নিয়ে বারবার পুরসভা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কাজ হয়নি। প্রতিবার ভোটের সময় ঐ নালা সংস্কারসহ আমাদের মাথার উপর ছাদ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট চাওয়া হয়। ভোট ফুরালে যেই কে সেই। আমাদের ভাগ্য বদলায় না। আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তবে এই প্রসঙ্গে আরামবাগ পৌরসভার চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন, ঐ এলাকায় সিপিএমের আমল থেকে নালাটি সংস্কার করা হয়নি। ফলেই নালাটি মজে যাওয়ার এই বিপত্তি ঘটছে। আমরা আরামবাগ শহরে কয়েকটি আন্ডারগাউন্ড ড্রেন তৈরি করেছি। এই নালাটি সংস্কার করার জন্য আলোচনা হয়েছে। খুব শীঘ্রই এই ড্রেনটি সংস্কার করা হবে। জানা গিয়েছে, নবপল্লী এলাকায় একটি বস্তি রয়েছে। ঐ বস্তিতে প্রায় ৩০টি পরিবার খড়, টিন, অ্যাসবেস্টসের ছাউনিযুক্ত ছিটেবেড়ার বাড়িতে কোনোরকমে বসবাস করেন। প্রত্যেক বস্তিবাসীরই ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে। এই বস্তিরই পাশে রয়েছে একটি নিকাশী নালা। অভিযোগ, নিকাশি নালাটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না করায় তা মজে গিয়েছে। নালার জলধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় বর্ষার জল নালা উপচে বস্তির ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। এতে চরম সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে বস্তিবাসীদের। তাই তাঁরা অবিলম্বে এই ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার দাবিতে সরব হয়েছেন।

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সাংবাদিকের প্রচার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ পেশায় সাংবাদিক। নেশা জাদু দেখানো আর বাউল গান গেয়ে মানুষের মন ভরানো। কাঁকসা ব্লকের মুনেরকোঁদা এবং রাজাডাঙা গ্রামে ডাইনি অপবাদের শিকার হন দুই মহিলা। মুনেরকোঁদা গ্রামে মহিলার উপর নেমে আসে গ্রামবাসীদের নির্যাতন। রাজাডাঙা গ্রামে ফতোয়া দেওয়া হয় গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার। ব্লক প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু আদিবাসী গ্রামগুলির বাসিন্দাদের মন থেকে কুসংস্কার দূর করা বড় কঠিন কাজ বলেই মনে করছে প্রশাসন। বাউল গায়ক স্বপন দত্ত এবার আসলে নামেন নিজের জাদুকে হাতিয়ার করে। মুনেরকোঁদা গ্রামে স্বপন দত্ত যান। বাউল গান নিয়ে খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ করেনি প্রথমে আদিবাসী গ্রামের বাসিন্দারা। কিন্তু বাউল শিল্পী স্বপন দত্ত এবার হাতের জাদু আর সম্মোহন বিদ্যার প্রয়োগ করতে শুরু করেন। একে একে হাজির হতে শুরু করেন আদিবাসী গ্রামের বাসিন্দারা। এ টান জাদুর টান। জাদু করে তিনি বোঝাতে থাকেন কিভাবে ওঝা আর গুণিনরা জাদু করে তাঁদের ভুল বোঝায়। জাদুর মাঝে মাঝে বাউল গান গেয়ে মন ভরিয়ে দেন বাসিন্দাদের। সহজ সরল গানের ভাষায় তিনি তুলে ধরেন 'ডাইনি প্রথা এক কুসংস্কার'। এভাবেই চলতে থাকে জাদুর পরশে গানের ছোঁয়ায় ডাইনি প্রথার বিরুদ্ধে এক সাংবাদিক বাউলের প্রচার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা থানার বিডিও অরবিন্দ বিশ্বাস, পঞ্চায়েত প্রধান অর্পিতা ঢালি সহ একাধিক প্রশাসনিক কর্তারা।

তৃণমূল মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছে ঃ লক্ষ্য দুর্গাপুর নবান্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছে দুর্গাপুরে তৃণমূল। লক্ষ্য দুর্গাপুরের নবান্ন দখল। রাজ্য নেতা থেকে মন্ত্রীরা ছুটে আসছেন দুর্গাপুরে। সূত্রের খবর, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গাপুরে প্রচারে আসবেন। তবে কবে আসবেন তার দিনক্ষণ এখনো ঠিক হয় নি। কিন্তু দুর্গাপুরের রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা দুর্গাপুরে তৃণমূলের বেশ কিছু হেভিওয়েট নেতা মন্ত্রীরা এলেও একবারের জন্যও শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক না আসার ঘটনা। তৃণমূল সুপ্রিমোর নির্দেশেই কি তৃণমূলের প্রচারে হেভিওয়েটদের দেখা গেলেও দেখা যাচ্ছে না শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটককে? দুর্গাপুরে মন্ত্রী মলয় ঘটককে দেখা গিয়েছিল ৩ সিপিএম কাউন্সিলার এবং এক বিজেপি নেতার তৃণমূলের যোগদানের সভায়। কিন্তু তারপর আর দেখা যায় নি। অথচ আসানসোলের আরও দুই নেতা ভি শিবদাসন দাশু এবং জিতেন্দ্র তেওয়ারিকে প্রধান মুখ হিসাবে দেখা গিয়েছে দুর্গাপুরের নগর নিগম নির্বাচনের তৃণমূলী মুখ হিসাবে। তৃণমূলের অন্দরে মন্ত্রী মলয় ঘটকের বিরোধী বলে পরিচিত এই দুই নেতা। ২১ জুলাইয়ের ডাকে দুর্গাপুরের মহামিছিলে দেখা যায় নি মন্ত্রী মলয় ঘটককে। ওইদিন কংগ্রেস বিধায়ক বিশ্বনাথ পাড়িয়ালের স্ত্রী রুম্মা পাড়িয়াল যোগ দেয় তৃণমূলে। তৃণমূলের অন্দরে জল্পনা আসানসোলের মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারির হাত ধরে পাড়িয়ালের ঘরে ফেরা কি না পসন্দ ছিল মন্ত্রী মলয় ঘটকের। প্রার্থী তালিকা ঘোষণার দিনেও দেখা যায় নি মন্ত্রী মলয় ঘটককে। তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর সুনামির মতো বিদ্রোহীদের পথে দেখা যায়। জল্পনা ছিল দুর্গাপুরের বিদায়ী মেয়র এই বিদ্রোহীদের মদতদাতা। দুর্গাপুরে ছুটে আসেন বর্ধমান লবির নেতা স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন ভাতারের বিধায়ক সুভাষ মন্ডল। ছিলেন মলয় বিরোধী ভি শিবদাসন দাশু। কিন্তু দেখা মেলেনি মন্ত্রী মলয়ের। প্রচারে নামে তৃণমূল। কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পূর্ব বর্ধমানের জেলাপরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু থেকে আরম্ভ করে বেশ কিছু নেতা মন্ত্রী। গ্রাফাইট কারখানা, দুর্গাপুর ডেয়ারি এবং বিভিন্ন কারখানায় তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের বিভিন্ন নেতার মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমে ওঠে দাদাগিরির দখলদারি নিয়ে। শ্রমিক সংগঠনের কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়। সেদিন মন্ত্রী মলয় ঘটকের উপস্থিতি ছিল অভিভাবকের মতো। কিন্তু তারপরেই নিজেকে সরিয়ে নেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। মন্ত্রী মলয় ঘটকের অতি ঘনিষ্ঠ এক নেতার কথায় মন্ত্রী মলয় ঘটক বেশ কিছুদিন আগে থেকেই তাঁর অনুগামীদের বলেছিলেন নগর নিগম নির্বাচন নিয়ে তাঁকে না জড়াতে। মলয় ঘনিষ্ঠদের মতে দলের সুপ্রিমোর নির্দেশেই তিনি এবার নেই নির্বাচনের কোন কাজেই। দুর্গাপুরের বিদায়ী মেয়রের সাথে তাঁর সম্পর্ক অনেকটাই সাপ-নেউলের সম্পর্ক। তৃণমূল নেত্রী সেটা জেনেই কি এবার মন্ত্রী মলয়কে সরিয়ে আসানসোলের মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি বর্ধমানের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ভাতারের বিধায়ক সুভাষ মন্ডল এবং কংগ্রেস বিধায়ক বিশ্বনাথ পাড়িয়ালকে দায়িত্ব দেন দুর্গাপুর দখলের। তবে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় বলেন, মলয় ঘটক তাঁদের অভিভাবক তাই তিনি আছেন এবং প্রচারেও আসবেন।

Triguna National Computer Literacy program

Computer Training and online mock Test

List of Exam :

1) WB-GROUP-D 2) WB-TET 3) RBI-Assistant Exam (PRELI) 4) WB-SLST (History) 6) RRB-Railway requirement 7) SSC 8) Banking Service 9) Class IX to XII online Mock test (all Subject)

National Computer Shaksharta Mission

Approved By :-Education Council of India

এখন বেঙ্গাই এ

COURSE OFFERED :-BASIC, D.F.A, D.C.A, D.T.P, A.D.C.A, D.S.D Junior IT and many more.

যোগাযোগ :- বেঙ্গাই শরৎ বিদ্যাপীঠ

PH :- 9609088540/9800572836